শ্রমকল্যাণে জিয়াউর রহমানের অবদান স্মরণ করলেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন

রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। ছবি: সংগৃহীত

সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের প্রবর্তিত ত্রিপক্ষীয় শ্রমনীতি ও সংস্কার দেশের শ্রমকল্যাণ কাঠামোকে শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। তিনি বলেন, রেমিট্যান্স বৃদ্ধিতে জিয়াউর রহমান যে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন, পরবর্তী সময়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া তা এগিয়ে নিয়ে পূর্ণতা দেন।

শুক্রবার (১ মে) রাজধানীর চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে মহান মে দিবস এবং জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি দিবস ২০২৬ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, ১৮৯৬ সালের ১ মে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোতে দৈনিক আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে আন্দোলনরত শ্রমিকদের ওপর পুলিশের গুলিতে হতাহতের ঘটনা বিশ্ব শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ মোড় তৈরি করে।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, বিভিন্ন শ্রমিক আন্দোলন এবং সাম্প্রতিক জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নির্যাতিত, আহত ও শহিদ শ্রমিকদের অবদান গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন উল্লেখ করেন, দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় শ্রমিকরাই মূল শক্তি। কৃষি, শিল্প, পরিবহন, নির্মাণ এবং গৃহকর্মসহ প্রতিটি খাতে তাদের অবিরাম পরিশ্রম জাতীয় অর্থনীতিকে এগিয়ে নিচ্ছে। বিশেষ করে প্রবাসী শ্রমিকদের পাঠানো রেমিট্যান্স এবং তৈরি পোশাক খাত দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অন্যতম প্রধান ভিত্তি।

তিনি জানান, শ্রমিকদের অধিকার, কল্যাণ এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। পাশাপাশি বন্ধ হয়ে যাওয়া রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্পকারখানা পুনরায় চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির পরিকল্পনাও রয়েছে।

শ্রমিক ও মালিক পক্ষের মধ্যে আস্থা, সহযোগিতা ও সুসম্পর্ক বজায় রাখার ওপর গুরুত্ব দিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, এ ধরনের সম্পর্ক শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি এবং টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

তিনি আরও জানান, ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমকে উৎসাহিত করা হচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক শ্রমমান অনুসরণে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে আইএলও-এর ৩৯টি কনভেনশন এবং একটি প্রোটোকল স্বাক্ষর করেছে।

শেষে রাষ্ট্রপতি বলেন, শ্রমিক, মালিক, সরকার এবং সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটি নিরাপদ, মানবিক ও টেকসই শ্রমব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। মহান মে দিবসের চেতনা ধারণ করে সবাইকে শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।